দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 DEC 1998 ... ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6 ......

21

ছাত্রলীগ-শিবির বন্দুকযুদ্ধ ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংবাদদাতা ঃ গতকাল রোববার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে ১০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। পরিস্থিতির অবনতি হলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল দুপুরে সমাজ বিজ্ঞান ভবনের নিচে ছাত্রলীগের কিছু কর্মী জনৈক শিবিরকর্মীকে লাঞ্ছিত করে। এ খবর পেয়ে ছাত্রশিবির কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসার চেষ্টা করলে বিবদমান দুটি সংগঠনের মধ্যে প্রথমে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। উভয় সংগঠনকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ পর্যায়ে

বন্ধ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

বন্ধ ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসের বাইরে এবং ছাত্র শিবির সাদ্দাম হোসেন ও জিয়াউর রহমান হলে অবস্থান নেয়।

দ্বিতীয় দফায় ছাত্রলীগ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শেখপাড়া বাজার সংলগ্ন প্রাচীর ভেঙে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২নং গেট দিয়ে সাদ্দাম হোসেন হল আক্রমণ করতে গেলে ছাত্রশিবির পাল্টা গুলি করে। এখানে প্রায় এক ঘন্টা গোলাগুলি হয়।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় বেলা ২টায় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ট্রেজারার প্রফেসর মাহাতাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেট সভাকক্ষে সকল অনুষদের ডীন, হল প্রভোস্ট, প্রক্টরিয়াল বডি, ছাত্র উপদেষ্টার সমন্বয়ে এক জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। গতকাল বিকেল ৫টার মধ্যে ছাত্রদের আবাসিক হল খালি করে দেওয়া হয়েছে এবং ছাত্রীদের সুবিধার্থে আজ সোমবার সকাল ১০টার মধ্যে হল ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় মেইন গেটে তালা ঝুলিয়ে এবং উপাচার্যের গাড়ির চাবি ছিনতাই করে নিয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আবাসিক হল তল্লাশি করার দাবি জানিয়েছে।

হল থেকে ছাত্রশিবির নেতা-কর্মীদের পুলিশি প্রহরার মাধ্যমে গাড়িতে করে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শহরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

গতকালকের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রফ্রন্টের নেতারা তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবিজানিয়েছেন।